সুপ্তম সাগরের সমুন্নত তলে, মহাকাব্যে অদূরে প্রসূত হলো একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের বাসিদের প্রাণ্য সহিত সমৃদ্ধি এসে গিয়েছিল। এই গ্রামের লোকেরা তাদের বৃদ্ধই পরিসরের উপলব্ধি ছিল। এই ছোট গ্রামের বাচ্চাদের দিনটি হত। দিনের সূর্য অথবা পূর্ণিমার আলোয় স্নানের পর, প্রাতঃকালে তারা গ্রামের স্কুলে যেত। স্কুলের পাশে একটি বৃক্ষের নিচে বসে, তারা পাঠ পড়ত। প্রাশ্ন করতে বা কাজ করতে, তারা একে অপরের সাথে সাহায্য করত। এই গ্রামের ছেলেমেয়েদের দিনটি ভরপূর আনন্দে যেত।

কিন্তু এই গ্রামের মধ্যে একজন অনুভাগী প্রাণী ছিল, যে সবসময় দু:খে ভাসিত থাকত। তার নাম সুধীর ছিল। সুধীর এই ছোট গ্রামে সবচেয়ে পারিপার্য ছিল। সুধীরের মা-বাবা প্রাণ্য সহিত থাকত, তার অভিভূত বৃদ্ধ দাদিও তাকে অধ্যাপন দেয়, তার জন্য শিক্ষা উপলব্ধ করা হয়। কিন্তু তার এই সব সুখের মাঝেও সুধীরের একটি আল্পবার্ষিক শত্রু ছিল।

সুধীর এই ছোট গ্রামের শত্রুর নাম সুমন ছিল। সুমনের সাথে সুধীরের মধ্যে একটি দীর্ঘসময়ের ঝগড়া চলছিল। সুধীর ও সুমন, দুটি ছেলে, এই ছোট গ্রামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিল। তাদের বেশিরভাগ সময় পড়াশুনায় চলত, তাদের শত্রুতা কোন সামাজিক কারণে বিকল হয়নি। তাদের যৌবনের প্রেমের গল্প এই ছোট গ্রামে প্রচুর ছিল।

এই ছোট গ্রামে সুধীর ও সুমনের যৌবনের প্রেমের গল্প আমরা এখন পড়ব।